R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হলো

নবারুণ পয়েন্ট : গত ৬ আগষ্ট ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৩য় ইউনিটটি চালু করা হয়। ২০০ মেগাওয়াটের ৩য় ইউনিটটি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হলো। বন্যা ও ব্যাপক বৃষ্টিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিহারের রাজমহল থেকে কয়লা আনা সম্ভব হচ্ছে না। কাজ চালু রাখতে তাই বিভিন্ন কয়লা খনি থেকে কয়লা আনতে হচ্ছে। কয়লার অভাবে ১ম ও ২য় ইউনিট থেকে বর্তমানে ১২০ থেকে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। পুরো বিদ্যুৎ ওয়েষ্টবেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড মারফৎ জিরাট ও দুর্গাপুরে সরবরাহ করা হচ্ছে। মেরি গো রাউণ্ড রেলপথটির কয়েকটি জায়গা প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওগুলি মেরামত করে অক্টোবরের মধ্যে গাড়ী চলাচল শুরু করা সম্ভব হবে বলে জানা যায়। নিজস্ব লাইন চালু হলে রাজমহল থেকে কয়লা আনার অসুবিধা দূর হবে। অন্য দিকে কোল হ্যাণ্ডেলিং প্ল্যান্টের কাজও শেষের দিকে। প্ল্যান্টের জনৈক প্রতিনিধি জানান—ঠিকাদারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

ছাবঘাটি স্কুলের শিক্ষকেরা ধর্ম্মঘটে নামলেন

অরঙ্গাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : ছাবঘাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা অবশেষে বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। ১৯৮৪ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে তাঁরা প্রধান শিক্ষক সমরেশ সেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগের মধ্যে ছিল প্রধান শিক্ষক তাঁদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকার কোন হিসাব দিচ্ছেন না এবং তাঁদের সন্দেহ তিনি আদপেই ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেননি। তার উপর স্কুলের লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন তহবিল নিয়ে যা খুশী তাই করেছেন। এমনকি নিজের খেয়াল খুশীমত জনৈকা শিক্ষিকাকে বি. এড, পড়তে পাঠিয়েছেন। জেলা পরিষদের সাড়ে চারশো বস্তা অনুদানের সিমেন্ট বিক্রি করে সেই টাকাও আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ শিক্ষা বিভাগকে টলানো যায়নি। অবশেষে ১৯৮৬ সালে শিক্ষকরা সংঘবদ্ধভাবে অনুসন্ধান করে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা তছরূপ সংক্রান্ত ঘটনা স্কুল কমিটিতে তুলে ধরলে সবকিছু ফাঁস হয়ে যায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি পি এমের মতে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে তেমন বন্যা হয়নি

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে উল্লেখযোগ্যভাবে বন্যা হয়নি এবং বন্যায় দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কম একথা জানালেন সি পি এমের কয়েকজন নেতা ও কর্মী। তাঁদের মতে প্রতি বছর নীচু এলাকায় জল ঢোকে এবং জল পরবর্ত্তীতে সরে যায়। তাই বন্যা নিয়ে জল ঘোলা করার কোনো দরকার নেই। সরকারীভাবে তাই ২নং ব্লকে ত্রাণ আসার কোনো প্রশ্নই আসে না। পদ্মার গ্রাসে ফি-বছর বেশ কিছু জমি নেমে যায়। সেটা প্রতি বছরের ব্যাপার। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার যৌথভাবে পার বাঁধানোর স্থায়ী বন্দোবস্ত করছেন। কংগ্রেসী নেতারা এই সুযোগে রাজনীতির মুনাফা লুটবার জন্য বন্যার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইছেন। কং (ই) নেতা আবদুস সাত্তারের মন্তব্যে স্থানীয় নেতা কমঃ গিয়াসুদ্দিন একথা জানান।

বধূহত্যার অভিযোগে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বহরমপুর : সুনন্দা হত্যার অভিযোগে তাঁর স্বামী রামকৃষ্ণ রায়কে জেলা জজ সুনির্মল প্রতিহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন গত ২৮ আগষ্ট। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনীর ৮নং ব্লকের ৩৬নং কোয়াটারে রাত্রে সুনন্দাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রতিবেশীরা উদ্ধার করেন তাঁকে মালদা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে সেই সময় চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু জঙ্গিপুরের কয়েকজন তরুণ আইনজীবীর তৎপরতায় বিচার শুরু হয়। দীর্ঘ ৫ বছর পর বিচারে সুনন্দার স্বামী রামকৃষ্ণ রায় দোষী সাব্যস্ত হলেন।

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি

জঙ্গিপুর : সি পি এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে প্রার্থী বাছাই শেষ করেছেন। আসন্ন পূজার পর থেকেই দেওয়াল লিখন ও প্রচার শুরু হবে। কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এক সাক্ষাতকারে সি, পি, এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বামফ্রন্ট এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য সমস্ত দিক দিয়ে প্রস্তুত। কর্মীরা অটুট মনোবল নিয়ে কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে ভরাডুবি করবেন।

কখন কি হয় চিন্তায় পুরসভায় কাজ বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : পুরসভা অধিগ্রহণের ঘটনায় নিষেধাজ্ঞার শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল ৩১ আগষ্ট। উক্ত দিন বাদীপক্ষের কেউই হাইকোর্টে উপস্থিত হননি বলে জানা যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ভাদ্র, বুধবার ১৩৯৪ সাল

শিক্ষক দিবসের প্রহসন

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিবস ৫ সেপটেম্বর প্রতি বৎসর এ দেশে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। এ বৎসরও ঐ দিবসটি অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল। রাষ্ট্রপতি আর, ভেঙ্কটরমণ নির্বাচিত ১৬৪ জন শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষকরূপে পুরস্কৃত করিলেন। শিক্ষকেরা কোন কোন গুণাবলীর ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রাপকরূপে বিবেচিত হন, তাহা যাঁহারা নির্বাচিত করেন তাঁহারাই জানেন। বর্তমানে পূর্বকালের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক বড়ই দুর্লভ। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষকরূপে পুরস্কৃত বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিতেছে। সংবাদে প্রকাশ, সেই সমস্ত দুর্নীতির অধিকাংশই বিদ্যালয়ের অর্থের অপচয় সংক্রান্ত। বর্তমান শিক্ষককুল যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জনকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। পঠন পাঠনের আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক দেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগে শিক্ষকেরা সকলেই "বুনো রামনাথ" হইবেন এমন আশা করা যায় না। তথাপি শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শ ব্যক্তিত্ব দেশের সাধারণ মানুষ আশা করে। শিক্ষক এই কথাটির মধ্যেই এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্বের চিত্র ফুটিয়া উঠে। আমাদের দেশে সেইরূপ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, ছাত্রদরদী শিক্ষক আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শিক্ষকেরা অধিকাংশই, অধিকাংশই বা কেন প্রায় সকলেই শিক্ষা বৃত্তিকে অর্থ উপার্জনের আর একটি বৃত্তিরূপেই গণ্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আচার আচরণে অনুভূত হইতেছে। স্বগৃহে অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে শুধু মাত্র পরীক্ষায় পাশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সকলেই আত্মনিয়গ্ন। ওদিকে দরিদ্র ছাত্রছাত্রী যাহাদের অর্থ দিয়া সেই সুযোগ লইবার আর্থিক ক্ষমতা নাই তাঁহাদের কথা কেহই চিন্তা করিতেছেন না। প্রাইভেট টিউশানি করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত শিক্ষক কর্মক্ষেত্রে পৌছিয়া কর্তব্যটুকুও ঠিকমত পালন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মনে কোনরূপ সংকোচ বা দ্বিধা অনুভব করেন তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। বর্তমান শিক্ষার উপর ছাত্র-ছাত্রীরাও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। চাকরী পাইবার চাবিকাটি হিসাবেই তাহারা শিক্ষাকে উপলব্ধি করায় কোনরূপে পাশ করিয়া ডিগ্রি, ডিপ্লোমা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এ দেশের শিক্ষকেরাও ছাত্রদের সেই অভিপ্রায়ের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। নামী-দামী শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা শহরে শহরে টিউটোরিয়াল হোম খুলিয়া বিজ্ঞাপনের চটকে পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের আর্থিক পুঁজি বৃদ্ধি করিতেছেন। এমন কি পাশ করাইয়া দিবার প্রয়োজনে সেই সব ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির পাপচক্র গড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্র ফাঁস, জাল ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতির ন্যায় দুর্নীতির মধ্যে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নামও জড়াইয়া পড়িয়াছে। অতি সম্প্রতি কলেজ সমূহের অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে সারা ভারত অধ্যাপক ধর্মঘটের ডাক দিয়া পঠন পাঠন বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারা প্রমাণ করিলেন তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষিত না হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের কি হইল না হইল তাহা দেখিতে তাঁহারা মোটেই আগ্রহী নহেন। এই পরিস্থিতিতে এখনও যে সরকার ১৬৪ জন আদর্শ শিক্ষক নির্বাচিত করিতে পারিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য। প্রয়াত দাদাঠাকুরের একটি নিবন্ধের সারটুকু এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিয়া তাহার উদ্ধৃতি তুলিয়া ধরিলাম—

"এমন খুব কম বিদ্যালয়ই আছে যেখানে প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয়, যেখানে কর্তৃপক্ষেরা বানিজ্য নীতির মূল সূত্রগুলি ভুলিয়া গিয়া কেবল বিদ্যাদান ব্রত লইয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করেন এবং আপন দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া শিক্ষকেরা পঠন পাঠন ও ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের দুরূহ কর্মে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করেন।"

জীবন ও দর্শনের আলোয়

মানিক চট্টোপাধ্যায়

এক বিংশ শতাব্দীর সোপানে পা রাখতে গিয়ে স্বভাবতই চোখটা বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করছে। বিশ্বজুড়ে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র প্রাদেশিকতা, বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের বিপুল আয়োজন—সব কিছু মানুষকে অক্টোপাসের মতো নিষ্পেষণ করতে উদ্যত। পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত। যুদ্ধবাজরা বাজ পাখির মত হানা দিতে প্রস্তুত। তাই শান্তিপ্রিয় লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ আজ সোচ্চার: যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। ধ্বংস চাই না সৃষ্টি চাই। আজ ভারতবর্ষও এই সমস্যাবলী থেকে মুক্ত নয়। জাতীয় সংহতি আজ বিপন্ন। মনুষ্যত্ব আজ ধূলায় বিলুণ্ঠিত। মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটেছে। সারা ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতাবাদ উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ সব কিছু অশুভ শক্তির শিকার হচ্ছে। নীতি—ধর্ম আজ প্রবেশ করেছে বিকৃত—অসুস্থ রাজনীতির গর্ভে। এমনই দিনে মনে পড়ে যায় একজনের কথা যাঁর কাছে মনুষ্যত্বই ছিল ধর্ম। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুন্দর বক্তব্য: ধর্মের আচারগত দিকটির উপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূলভাবটি উপলব্ধি করতে হবে। মানুষ যেন বুঝতে পারে সব ধর্মই এক। সব মানুষই হল এক পরমসত্তার প্রকাশ। ধর্মই পারে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ঐক্যের পথকে সুগম করে তুলতে। সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বোধ চিন্তা থেকে মুক্ত করতে। ধর্মের এই স্বরূপ যিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি ছিলেন বিশ্বের দরবারে এক 'Living Encyclopedia'। ভারতীয় সংস্কৃত, ধর্ম, উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত—সমস্ত কিছু দর্শনের পটভূমিকায় রেখে বিশ্বের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন। বিশ্বের বিদ্বৎজনেরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'Where western philosophy ends, Indian Philosophy begins.'

সারা জীবন ধরে তিনি দর্শনকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে যেন দর্শন চলতে পারে—এই চেষ্টায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

গত পাঁচ সেপটেম্বর ছিল তাঁর জন্মদিন। তিনি ছিলেন একজন কৃতি মহান শিক্ষক। আমরা অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষক সমাজ যদি এই দিনটিতে আমাদের আত্মীক্ষ করি—আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হই তবেই বোধ হয় আমাদের তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। এ ছাড়া এই দিনটিতে আমাদের এই সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধীকে চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, দার্শনিক কোঁৎ প্রচার করেছিলেন যে নরপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। মানুষ যদি কাল্পনিক, অসার, অতীন্দ্রিয় সত্তা পরিত্যাগ করে মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি অর্পণ করে, তাহলেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রকৃত ধর্ম হল মানবতার জয়গান। সেই মানবতার জয়গান সোচ্চারিত হয়েছিল বিশ্ববন্দিত দার্শনিক প্রয়াত রাধাকৃষ্ণাণের কণ্ঠে।

গণ কনভেনসন

জঙ্গিপুর: গত ৪ সেপটেম্বর স্থানীয় কলেজের ধর্মঘটী অধ্যাপকদের এক গণ কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় নাগরিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা কনভেনসনের মূল প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাজনৈতিক দলের অনেক প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে অধ্যাপকেরা ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, ঐ দিনই ৩৩ দিনের ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ: সিদ্ধিকালী গ্রামের শরদিন্দু ব্যানার্জী গত ২৭ আগষ্ট ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁর স্থানীয় বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তিনি তদানীন্তন ১নং জামুয়ার ইউনিয়নের দীর্ঘ বাইশ বৎসর প্রেসিডেন্ট, ফুড কমিটির সেক্রেটারী ও জজের স্পেশ্যাল জুড়ি ছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে মৃণাল ব্যানার্জী স্থানীয় বারের একজন জনপ্রিয় আইনজীবী।

সারা ভারত জনবিজ্ঞান জাঠা

বহরমপুর: 'জনগণের কল্যাণে বিজ্ঞান' এই বাণী প্রচারের জন্য সারা ভারত জনবিজ্ঞান জাঠা ভারতের পাঁচটি প্রান্ত থেকে ২ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে ৭ নভেম্বর ভূপাল শহরে মিলিত হবেন। জনবিজ্ঞান জাঠার পূর্বাঞ্চলীয় শাখা আগামী ৩ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করছেন। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য কমিটি ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ, প্রবন্ধ, বিতর্ক ও পোষ্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী বিদ্যালয়ের প্রধান ও ব্লক যুব দপ্তরে জানা যাবে। অংশ গ্রহনেচ্ছুদের বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে অথবা ব্লক যুবকল্যাণ দপ্তরে নাম জমা দিতে হবে। জাঠাকে সফল করার জন্য লালবাগ ও জঙ্গিপুরে ১২ সেপটেম্বর, কান্দীতে ২২ সেপটেম্বর এবং বহরমপুরে ২১ সেপটেম্বর জনবিজ্ঞান কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC (A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN ; MURSHIDABAD (W. B.)

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/ WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 4-9-87 to 25-9-87 from 9·00 to 12 00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt. of EMD cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Annual maintenance of building including water supply and sanitary installation at field hostel & VIP guest house complex of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 634/T-74/87	1·0 Lakh	Rs. 2000/- Rs. 25/-	12 (Twelve) months	26-9-87 at 3 p. m.
2.	Construction of approach road & culvert of village Khairakandi adjacent to the eastern periphery of ty. township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 632/T-75/87	1·1 Lakhs	Rs. 2200/- Rs. 50/-	6 (Six) months	26-9 87 at 3 p. m.
3.	Construction of Community garrage at field hostel complex of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 633/T-76/87	0·6 Lakh	Rs. 1200/- Rs. 25/-	4 (Four) months	26-9-87 at 3 p. m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompained by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs..... enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Senior Engineer (Contracts);
F. S. T. P. P./N. T. P. C.

সরকারী অর্থের অপচয়

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রাম বটতলা থেকে গাদী পর্যন্ত মোড়াম রাস্তার দু'ধারে যে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা চলছে গ্রাম-বাসীরা একে সরকারী অর্থের অপচয় বলে মনে করছেন। তাঁদের অভিমত, সেপ্টেম্বর মাসে গর্ত করে অক্টোবরে গাছ লাগালে সে গাছ কোন দিনই বাহাল হবে না। মাটি শুকিয়ে মরে যাবে। গাছ লাগিয়ে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বন সৃজন করতে হলে জুন মাসে গর্ত করে জুলাই-এ গাছ লাগাতে হবে। গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ, পঞ্চায়েতের হাতে এন আর ই পি স্কীমের প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও সময় মতো সে টাকা খরচ করা হয়নি। এখন গাছ লাগিয়ে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মনিগ্রাম ঈদ-গাহা থেকে বালিয়াডাঙ্গা পাকা রাস্তার দু'ধার দীর্ঘদিন থেকে ফাঁকা অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর ব্যাপারে বছর তিনেক আগে জঙ্গিপুর সংবাদে লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

পুরসভার কাজ বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকার পক্ষও তাঁদের জবাব হাইকোর্টে এখনও জমা দেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাই-কোর্ট নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়েছেন বলে জানা যায়। নিষেধাজ্ঞার উপর রুল খারিজ না হওয়া পর্য্যন্ত বোর্ডও থাকছে এবং সেই সঙ্গে পুরপতি থাকছেন পরমেশ পাণ্ডে। কখন কি হয়, আছি কি নাই এই চিন্তায় কমিশনাররা কাজের উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পাচ্ছেন না। পুর শহরে উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম প্রায় সবই বন্ধ।

ধর্মঘটের পথে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও পুলিশ প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে। মামলা চলা-কালীনই প্রধান শিক্ষক সমরেশ সেন মারা যান। শিক্ষা দপ্তরে অনেক আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রভি-ডেণ্ড ফাণ্ডে জমা না পড়া টাকার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা হয়নি। ফলে শিক্ষকরা প্রয়োজনে প্রভি-ডেণ্ড ফাণ্ড থেকে ঋণও পাচ্ছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্ম-চারীরা দাবীপত্র দিয়ে গত ২৬ আগষ্ট একদিনের প্রতিবাদ ধর্ম-ঘট পালন করেন। তাঁরা স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে জানিয়েছেন দাবীগুলি পূরণের ব্যবস্থা না হলে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা লাগাতার ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হবেন। আন্দোলনকারীদের জনৈক মুখপাত্র জানান, তাঁদের দাবীগুলির অন্যতম হলো— অবিলম্বে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের তছ-রূপ করা অর্থ পূরণ, শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা দূর, প্রধান শিক্ষক সহ শূন্যপদগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ এবং গ্রন্থাগারিক ও করণিকের শূন্যপদে নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে হবে।

লোন আদায় হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের কৃষিঋণ সমিতি এবং মনিগ্রাম গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে যে সমস্ত চাষী কৃষি লোন গ্রহণ করেছেন তাঁরা তা ফেরত দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। চন্দনবাটী কৃষি উন্নয়ন সমিতি ও শীতলপাড়া সমিতির সেক্রেটারী গত ২০ আগষ্ট বহরমপুরে অনুষ্ঠিত সমবায় সার বিক্রেতাদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিবন্ধকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, লোন আদায় হচ্ছে না, অস্থাবর করে আদায়ের নির্দেশ জারী করুন। গত ২১ আগষ্ট মনিগ্রাম গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এলাকার সমস্ত ঋণ প্রাপকদের নোটিশ দিয়ে পঞ্চায়েত আফিসে আসতে বলেছেন।

কাজ শেষ হলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংস্থায় প্রায় এক বৎসর ধর্মঘট চলার ফলে কোল হ্যাণ্ডলিং নির্মাণ কাজে বিলম্ব ঘটে। আশা করা যাচ্ছে নভেম্বর মাসের মধ্যেই সে কাজ সম্পূর্ণ হবে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সব রকম প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিপূর্ণ মাত্রায় হতে থাকলে সরবরাহের বাজার প্রয়োজন। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুৎ কিনলেই সমস্যার সুরাহা হবে না।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্ট, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউণ্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত